দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ..05 NOV 1998 ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সম্প্রসারণ কতটুকু?

এস এম আশরাফ হোসেন

সহস্র কলেজের অভিভাবক লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে। সেশনজট নিরসন, সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনা ইত্যাদি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেই শুরু থেকে অপরিকল্পিতভাবে সিলেবাস প্রণয়ন ও পরিবর্তন, হঠকারী সিদ্ধান্তে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশে নজিরবিহীন দীর্ঘসূত্রতার মধ্যদিয়ে আমাদের স্বপ্নসাধকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। ফলে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন এদেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আর মধু চন্দ্রিমায় নিশিযাপন করছেন মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয় তো নয়, বরং 'স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বোর্ড' বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নামমাত্র যে একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিনেট রয়েছে তা আপাততঃ খুবই দুর্বল এবং অকার্যকর মনে হচ্ছে। এর কারণও আছে নানাবিধ। সাধারণতঃ সরকারী চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত বা সরকারী চাকুরীর মেয়াদ প্রায় শেষ এ সমস্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা অধ্যাপকদের সমন্বয়ে যে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিনেট রয়েছে সেখানেও কেউ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে চান না। কারণ, যে কোন সফলতা ও ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব সকলকেই বহন করতে হয়। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে এটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এতো গেল শুধু প্রশাসনিক কাঠামোর কথা। একাডেমিক কার্যক্রমেও নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো প্রকট।

(১) সিলেবাসের ধারা ও পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রণয়নকৃত সিলেবাস কার্যকর করে আসছে। এর আগে অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস ছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখন আলোচনা করতে চাই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের মধ্যে মূলতঃ কি পার্থক্য রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ সেশনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অনার্স পার্ট ১-এ ছিল ২০০ নম্বর। যার প্রতিটা কোর্সে ছিল ৫০ নম্বর। Course-I এ ছিল Language and comprehension Course-II-এ Writing paragraph and essay. Course-III-তে Introduction to Literature-A যার অন্তর্ভুক্ত ছিল Rhetoric and prosody, poetry, Non-fiction prose ইত্যাদি এবং ছিল Course-IV-এ ছিল Introduction to Literature-B যার অন্তর্ভুক্ত ছিল Drama এবং Fiction. এই সবই পড়তে হত অনার্স ১ম বর্ষে। অবশ্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে Phonetics History এবং Literary Terms-এর উপর নম্বর পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অনার্স পার্ট-১ এ বর্তমান শিক্ষাবর্ষে শুধু Romantic poetry রয়েছে ১০০ নম্বরের যার মধ্যে পরীক্ষায় শুধু ৪টি Broad Question (৪× ২০)= ৮০ নম্বর এবং ৪টি Explanation (৪×৫)= ২০ নম্বর। ফলে দেশবাসীর এখন আর বুঝতে বাকি নেই পূর্বের এবং বর্তমান লেখাপড়ার মধ্যে তফাৎ কতখানি?

অবশ্য এর মৌলিক কারণগুলোই আমাদের কাছে স্পষ্ট : যে সমস্ত কলেজে আগে অনার্স-এ আসন সংখ্যা ছিল ৫০, এখন সেখানে ১৫০/২০০ জন ভর্তি করানো হচ্ছে। যে কলেজগুলোতে অনার্স পড়ার কোন সুযোগ-সুবিধা নেই সেখানে ব্যাঙের ছাতার মত অনার্স এবং মাস্টার্স চালু করা হচ্ছে। সর্বোপরি, সরকারের দৃষ্টি হচ্ছে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যাতে কেউই অকৃতকার্য না হয়। এই সমস্ত আবেগময় পরিকল্পনার জন্য জাতির বিবেক বিসর্জন ছাড়া আর কি হতে পারে?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী কখনও Optional কখনও Compulsory করছেন। কখনওবা ৩০ উর্ধ্ব সমুদয় নম্বর আবার কখনও অনূর্ধ্ব ১০ নম্বর যোগ করার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। আসলে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ গিনিপিগের মতই ব্যবহৃত হচ্ছে। এর কারণ অবশ্য সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানা আছে।

২। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ

একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সকল কলেজের স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (পাস), এমএ (পূর্বভাগ) ও শেষ ভাগসহ এলএলবি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত, কিন্তু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের মেয়াদ পরিষ্কার করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই। অনার্স পার্ট-২, '৯৪ পরীক্ষা ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে। পার্ট-৩ '৯৫ পরীক্ষা ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এখনও পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পায়নি। অথচ তাদের মাস্টার্স ভর্তির তারিখ শেষ হয়ে গেছে এখন থেকে ৪ মাস আগে। অনার্স চূড়ান্ত পর্বের ফলাফল প্রকাশিত হবার আগে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যদি মাস্টার্স শেষ বর্ষে ভর্তি হবার তারিখ শেষ হয়ে যায় তাহলে যে সমস্ত পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হবে তাদের অবস্থা কি হবে? তাদের গচ্ছা যাবে প্রায় এক-দেড় হাজার টাকা। অনার্স পার্ট-৩ '৯৬ পরীক্ষা গত বছর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এখনও তারা ফলাফল পায়নি। এতদ্ব্যতীত হতচকিত হতে হয় তখনি যখন দেখি পরীক্ষার সময়সূচী (মাস্টার্স ফাইনাল '৯৫) বিকাল ২-০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬-০০টা পর্যন্ত। মুসলমান অধ্যুষিত এদেশে পরীক্ষার সময়সূচীতে ধর্মীয় প্রচার নিহিত। ফলে সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে পরীক্ষা গ্রহণে কোন সেশন জট না থাকলেও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে নয়া রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে যা মূলতঃ সেশন জটের শামিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খাতা দেখতে দেরী করেন। এমনও ঘটেছে যে, ১ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু ২০০/৩০০ খাতা দেখা হয়নি। তাহলে এ দুরবস্থা কেন এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিহিংসা না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দুর্বলতা?

৩। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

অপরিকল্পিতভাবে সিলেবাস প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ ছাত্র ও অভিভাবক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পূর্বেকার যে সমস্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবন দুঃখে সুখের আশা হারিয়ে ফেলেছেন তারা আর চাইছে না পরবর্তী বংশধর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধ্যয়ন করুক।

দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। পূর্বে বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার সুযোগ পেত। ফলে কলেজ জীবনের ঘাটতি বেশ কিছুটা পুষিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে কেন? প্রয়োজনে বিশেষ ভর্তি পরীক্ষা বা মেধার ভিত্তিতে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর মাস্টার্স-এ অধ্যয়ন করার সুযোগ তারা দিতে পারতেন কিন্তু মোটেই দিচ্ছেন না। আমার মনে হয়েছে সুপ্ত অবস্থায় প্রতিহিংসা কাজ করছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে না সেই সব প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে এমফিল বা পিএইচডি করার সুযোগ পাবে কি করে তা আমাদের বোধগম্য নয়। সর্বোপরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের এখনও পর্যন্ত কোন Scholarship-এর ব্যবস্থা করেনি যার ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী বেশী অধ্যয়নের অনুপ্রেরণা পাবে এবং ভবিষ্যতে পড়ালেখার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে পারবে। সর্বোপরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদপত্রসমূহে রয়েছে ব্যাপক ত্রুটি। সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স এবং এমএ (ফাইনাল)-এ দুইয়ের দায়িত্ব যদি আবার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করেন এবং স্নাতক (পাস) কোর্স এলএলবি (পূর্বভাগ) ইত্যাদি নিজেদের হাতে রাখেন তাহলেই কেবলমাত্র উপরোল্লিখিত জটিলতা নিরসন সম্ভব। আর তা না হলে অর্ধযুগেও যেমন সমস্যার সমাধান হয়নি; অর্ধ শতাব্দী পরেও হবে আমরা আপাততঃ এই রকম কোন আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ লক্ষ্য করছি না। আর এই সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অতি জরুরী ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।